

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ (আলাইহিমাস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১ম যুলুমঃ বনু ইস্রাঈলের নবজাতক পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশ জারি

ফেরাউনী সম্প্রদায়ের নেতারা ইতিপূর্বে ফেরাউনকে বলেছিল, ঠুহিত্র তুইট্ কুর্ট নুইজন্ট নুইজন্ট নুইজন্ট তুর নুইজন্ট তুর করার জন্য ও তার সম্প্রদায়ের এমনি ছেড়ে দিবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে এমিন ছেড়ে দিবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে জমানী দাওয়াতকে 'ফাসাদ' বলে অভিহিত করেছিল। এক্ষণে দেশময় মূসার দাওয়াতের ব্যাপক প্রসার বন্ধ করার জন্য এবং ফেরাউনের নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদের ব্যাপকহারে মূসার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার শ্রোত বন্ধ করার জন্য নিজেদের লোকদের কিছু না বলে নিরীহ বনু ইশ্রাঈলদের উপরে অত্যাচার শুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফেরাউনে বলল, এতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রোত বন্ধ করার জন্য নিজেদের লোকদের কিছু না বলে নিরীহ বনু ইশ্রাঈলদের উপরে অত্যাচার শুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফেরাউন বলল, পিঠুট্র নির্ভিট্ট নির্দ্ধান্ত তুর্দির তুর্দির তুর্দির করা করে হত্যা করব ওদের পুত্র সন্তানদেরকে এবং বাঁচিয়ে রাখব ওদের কন্যা সন্তানদেরকে। আর আমরা তো ওদের উপরে (সবদিক দিয়েই) প্রবল' (আ'রাফ ৭/১২৭)। এভাবে মূসার জন্মকালে বনু ইশ্রাঈলের সকল নবজাতক পুত্র হত্যা করার সেই ফেলে আসা লোমহর্ষক নির্যাতনের পুনরাবৃত্তির ঘোষণা প্রদান করা হ'ল। দল ঠিক রাখার জন্য এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের রোয়াগ্নি প্রশমনের জন্য ফেরাউন অনুরূপ ঘোষণা দিলেও মূসা ও হারূণ সম্পর্কে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি। যদিও ইতিপূর্বে সে মূসাকে কারারুদ্ধ করার এমনকি হত্যা করার হমকি দিয়েছিল (শো'আরা ২৬/২৯; মুমিন ৪০/২৬)। কিন্তু জাদুকরদের পরাজয়ের পর এবং নিজে মূসার সর্পর্রূপী লাঠির মু'জেয়া দেখে ভীত বিহবল হয়ে পড়ার পর থেকে মূসার দিকে তাকানোর মত সাহসও তার ছিল না।

যাই হোক ফেরাউনের উক্ত নিষ্ঠুর ঘোষণা জারি হওয়ার পর বনু ইস্রাঈলগণ মূসার নিকটে এসে অনুযোগের সুরে বলল, 'তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে। أُوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا विवास । 'তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার আগমনের পূর্বে তো আবার এখন তোমার আগমনের পরেও তাই করা হচ্ছে' (আ'রাফ ৭/১২৯)। অর্থাৎ তোমার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় আমাদের দিন কাটত যে, সত্বর আমাদের উদ্ধারের জন্য একজন নবীর আগমন ঘটবে। অথচ এখন তোমার আগমনের পরেও সেই একই নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাহ'লে এখন আমাদের উপায় কি?

আসন্ন বিপদের আশংকায় ভীত-সন্তস্ত কওমের লোকদের সান্ত্বনা দিয়ে মূসা (আঃ) বললেন, آيُهُلِكُ مُ أَن يُّهُلِكُ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ कि 'তোমাদের পালনকর্তা শীঘ্রই তোমাদের শক্রদের ধ্বংস করে وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ يَشْنَاءُ مِنْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بَعْمَلُونَ بَاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْمُنْ يَشَاءَهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّوِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَوْمِنَ اللهِ مَنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُقَاتِينَ اللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهِ وَاصْبِي اللهِ وَاصْبُولُهُ مُنْ عَلَيْهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُ اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَالْعَلْمُ اللهِ وَلَوْلَا لِللهِ وَاصْبُولُوا إِنَّ اللهِ وَاصْبُولُوا اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَالْعُلَالِي اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَوْلُوا لِلهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُو



মূসা (আঃ) তাদেরকে আরও বলেন,

يَا قَوْمِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ ـ فَقَالُواْ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ـ وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ـ (يونس ٣٥-8ع) -

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর উপরে ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপরে ভরসা কর যদি তোমরা আনুগত্যশীল হয়ে থাক'। জবাবে তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপরে এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না'। 'আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও' (ইউনুস ১০/৮৪-৮৬)।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে বুঝা যায় যে, পয়গম্বর সূলভ দরদ ও দূরদর্শিতার আলোকে মূসা (আঃ) স্বীয় ভীত-সন্ত্রস্ত কওমকে মূলতঃ দু'টি বিষয়ে উপদেশ দেন। এক- শক্রর মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং দুই- আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত সাহসের সাথে ধৈর্য ধারণ করা। সাথে সাথে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। তিনি যাকে খুশী এর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন এবং নিঃসন্দেহে শেষফল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4402

🧕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন